দৈনিক ইনকিলাব
169
তারিখ ... 03 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ৩ ...

শিক্ষাঙ্গনে

03 DEC 1986

সমাজ সংস্কারক হিসাবে শিক্ষকের ভূমিকা

বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গ্রামাঞ্চলে। তাই শিক্ষকদের প্রায় সবাই গ্রাম্য জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হবেন তাতে আর বিচিত্র কি? প্রাথমিক বিদ্যালয় যেমন গ্রামের প্রাণকেন্দ্র, তেমনি শিক্ষকও গ্রামের শ্রেষ্ঠ সেবক। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাইতে অধিক শিক্ষিত লোকের সংখ্যা নিতান্তই কম। আর যারা শিক্ষিত রয়েছেন তাদের বেশীরভাগই শহরে থাকেন। শিক্ষকরা হলেন জনগণের অভিভাবক। তাই শিক্ষককে সমাজের নেতা বললেও ভুল হবে না।

একমাত্র শিক্ষকই পারেন সুজলা-সুফলা গ্রামের যাবতীয় অভাব, অভিযোগ ও সমস্যার প্রকৃত ন্যায়সঙ্গত সমাধানে উপযুক্ত পরামর্শ ও সহযোগিতা দিতে। তার সুষ্ঠু কর্মতৎপরতার উপরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় গ্রামেরও উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে।

শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য নিয়ে বিদ্যালয় গৃহ ও প্রাঙ্গণ যেমনি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখেন তেমনি গ্রামের রাস্তা-ঘাটের উন্নতি, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য গ্রামবাসী, শিক্ষার্থী অভিভাবকদের নিয়ে গ্রামের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজে আত্ম নিয়োগ করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে পালাক্রমে গ্রামে বিভিন্ন সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে দেশব্যাপী নবযুগের সুচনা করতে পারেন এই শিক্ষকরাই। ছোটদের কাজ করতে দেখলে বড়রাও উৎসাহ বোধ করবে। প্রয়োজনে ছোটদের সাহায্য ও ভাল পরামর্শ দিতে তারা দ্বিধা করবে না। ছোটরা তাদের সামর্থ ও শক্তি অনুযায়ী কাজ করবে। মোট কথা তাদের জন্য শিক্ষার অঙ্গ হবে সমাজসেবা। এতে শিশুরা পরিবেশ ও সমাজকে জানতে ও ভালবাসতে শিখবে এবং গ্রামের সহজ-সরল মানুষের উন্নতির জন্য চিন্তা ও কাজ করবে।

প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষা বর্তমানে গ্রামের দু'টি বৃহৎ সমস্যা। শিক্ষকদের পরিচালনাধীনে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েই তাদের অশিক্ষিত পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে শিক্ষিত করে তুলতে পারেন। "একজন অন্য একজনকে শিক্ষা দাও" এ নীতি অনুসরণ করে ভাল ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের দেশে একটা বড় অভিশাপ। শিক্ষকগণ উদ্যোগ নিলে সমাজ হতে এ কলঙ্ক দূর করা সম্ভব হতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করতে গ্রামবাসীকে জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

যে কোন উন্নয়নের দিকে চিন্তা-ভাবনা করলে দেখা যায়, একজন যদি ইচ্ছা করেন ও তদনুযায়ী কাজ করেন, তবে একটি গ্রাম বা একটি পাড়া বা একটি এলাকাকে পরিপূর্ণভাবে সমৃদ্ধ করতে পারেন। এমনিভাবে বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটি গ্রামেরই প্রাইমারী শিক্ষক, হাইস্কুল শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক, দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল মাদ্রাসার শিক্ষকগণ যদি এ কাজে তাদের প্রচেষ্টা চালান তবে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশ অচিরেই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—শামীম আজাদ আনোয়ার